নিপীড়িত ব্যক্তি কি কি সহায়তা পেতে পারেন

* নগদ টাকা পয়সা অথবা দ্রব্য।
* কৃষি ভূমি অথবা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা।
* পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
* নিপীড়িতার অথবা তার নিকট আত্মীয়কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
* বিধবা, মৃত ব্যক্তির আশ্রিত সন্তান, বিকলাঙ্গ অথবা নিপীড়িত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য পেনসন যোজনা।
* নিপীড়িতদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
* নিপীড়িতদের আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।
* নিপীড়িতদের থাকার জন্য ইট / পাথর এবং জায়গার ব্যবস্থা করা।
* স্বাস্থ্য, বসবাসের উপযোগী সকল জিনিষ পত্র, জল, বিদ্যুৎ, ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা।

আইন অনুযায়ী সরকারের দায়িত্ব

* নিপীড়িত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত সুবিধা দানের জন্য বিনা মূল্যে আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করবেন।
* নিপীড়িত ব্যক্তি এবং তার সাক্ষীদের যাতায়াত খরচ এবং ভরণ-পোষণের খরচ ব্যয় করবেন।
* নিপীড়িত ব্যক্তিদের আর্থিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি করবেন।
* অনুসূচিত জাতি এবং উপজাতি অংশের মানুষের উপর অত্যাচার নয়, তাদের সুরক্ষা করা সরকারের কর্তব্য।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ৮

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯

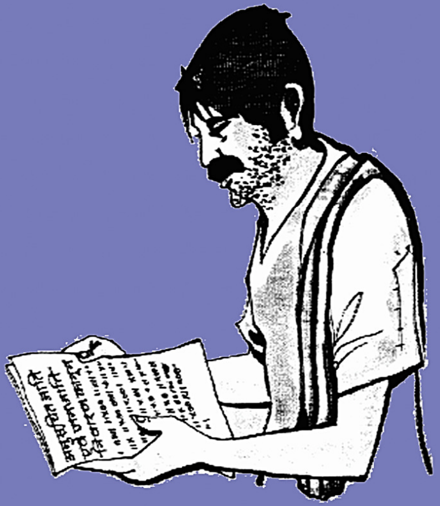

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯

অনুসূচিত জাতি-উপজাতিদের উপর হওয়া অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সরকার কর্তৃক অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অত্যাচার নিবারণ আইন - ১৯৮৯ তৈরী করা হয়েছে।

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অংশের মানুষকে সমাজে সমান অধিকার দেওয়ার জন্য এবং এদের উপর হওয়া অত্যাচার - শোষণ বন্ধ করার জন্য সরকার এই আইন করেছেন।

কারা অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অংশের সদস্য

সরকার কর্তৃক আর্থিক বা সামাজিক দিক দিয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের চতুরমুখী বিকাশের জন্য, তাদের সামাজিক উন্নয়ন এবং সার্বিক অগ্রগতির জন্য অনুসূচিত জাতি-উপজাতিদের নিয়ম তৈরী করা হয়েছে। এই নিয়ম ভারতের সংবিধানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে - বালাই, বগুরা, বেড়িয়া, সুন্দ্রকর, ভঙ্গী, মেথর, বাল্মীকি, চামাড়, ভৈরব, যাদব, মিচি, ... কুলি, সাপুড়ে, প্রভৃতি সমাজের ব্যক্তিরা যুক্ত আছেন। প্রত্যেক রাজ্যেই এদের বাস অনুযায়ী অনুসূচিত জাতি-উপজাতিদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে।

অত্যাচার কি

অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অংশের সদস্য নহে, এমন কোন ব্যক্তি যদি অনুসূচিত জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের সাথে নিম্নলিখিত ব্যবহার গুলি করে থাকেন-

- পদবী বা জাত নিয়ে কথা বলা।
- এমন কিছু খারাপ জিনিষ খাওয়াতে বাধ্য করা যা খেলে অথবা পান করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।
- ঐ সকল ব্যক্তিদের বাড়ি ঘরে আবর্জনা ফেলা।
- জোর পূর্বক কাজ করানো অথবা এমন কিছু করা যাতে ঐ ব্যক্তি বেগার খাটতে বাধ্য হয়।
- জমির উপর অধিকার বিস্তার করা অথবা অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা।
- মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো অথবা মিথ্যা মোকদ্দমায় ফাঁসানো।
- সরকারী কর্মচারীদের মিথ্যা খবর দিয়ে তাদের উপর তদন্ত চালানো।
- কোন মহিলার উপর লজ্জাজনক আচরণ অথবা বলপ্রয়োগ করা।
- ভোট দিতে বারণ করা অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভোট দিতে বাধ্য করা।

এই আইনে অপরাধীর সাজা :

- এই আইনে অপরাধীর কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস থেকে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত সাজা এবং জরিমানা উভয়ই হতে পারে।

পুলিশ রিপোর্ট কিভাবে করতে হবে :

- থানাতে লিখিত অথবা মৌখিক আবেদন করতে পারেন। মৌখিক আবেদনের ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার নিজে লিখবেন এবং তা পড়ে শুনাবেন।
- রিপোর্ট লিখেও থানায় জমা দিতে পারেন।
- পুলিশ অফিসার ঐ রিপোর্টের সারকথা সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পুলিশ রিপোর্টের একটা প্রতিলিপি অভিযোগ কারিকে বিনা মূল্যে দেবেন।
- পুলিশ রিপোর্টের প্রতিলিপি অভিযোগকারীকে ডাকযোগেও পাঠানো যেতে পারে।
- পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ঘটনার তদন্ত করবেন।
- অভিযোগকারী এবং তার পরিবারের লোকজনদের একটা তালিকা তৈরি করবেন।
- সম্পত্তি জনিত ঘটনার জন্য সম্পত্তির একটা তালিকা তৈরী করতে হবে।
- এলাকাতে পুলিসের টহল আরো তীব্র করবেন।
- অভিযোগকারীর সাক্ষীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।
- অপরাধীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেফতারের ব্যবস্থা করবেন।